যুগান্তর

তারিখ 08 NOV 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শিক্ষাভবন দখল নিয়ে বোমাবাজি মুখোমুখি সরকার সমর্থক ক্যাডাররা

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারের শেষ সময়ে এসে শিক্ষাভবন দখল নিয়ে সরকারসমর্থক ক্যাডাররা নতুন করে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। এতদিন 'টেন্ডার শফিকের' নেতৃত্বে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের ক্যাডাররা ভবন নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। কিন্তু শেষ সময়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকার টেন্ডারে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা আর ইতিপূর্বে টেন্ডারবাজির 'সমঝোতা ফি'র প্রায় ৫ কোটি টাকা ভাগাভাগি নিয়ে তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। এরপর ভবনে আধিপত্য বিস্তার প্রতিষ্ঠা নিয়ে উভয় গ্রুপ মরিয়া হয়ে ওঠে।

বৃহস্পতিবার উভয় গ্রুপই ভবনে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। এমনকি শেষ বিকেলে ভবনের মসজিদের সামনে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে র‌্যাব সদস্যরা ভবনে ছুটে যান। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, যে কোনো সময় উভয় গ্রুপে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে।

পুলিশ ও র‌্যাব সূত্র জানায়, টেন্ডার শফিকের পক্ষে ব্যবসায়ীদের সন্ত্রাসী জুয়েলসহ রাজু, মিন্টু প্রমুখের নেতৃত্বে একটি অংশ ভবনের মসজিদের সামনে অবস্থান নেয়। বিপরীত দিকে ইতিপূর্বে শফিকের সঙ্গে থাকা কিন্তু সম্প্রতি বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলের মিজানুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও নুরুদ্দিন

বোমাবাজি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বোমাবাজি : দখল নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলের মিজানুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা কাওসার, বাদল প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের আরেকটি অংশ ক্যান্টিনের সামনে অবস্থান নেয়। দুপুর ১২টা থেকে উভয় গ্রুপ মহড়া-পাল্টা মহড়া শুরু করে। দু'গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এ নিয়ে ভবনে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। খবর পেয়ে র‌্যাবের একটি টহল টিম শিক্ষাভবনে যায় এবং সামনের বিল্ডিংয়ের নিচে অবস্থান নেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে বেলা আড়াইটার দিকে উভয় গ্রুপ সটকে পড়ে। র‌্যাব সদস্যরা শিক্ষাভবন ছেড়ে গেলে বিবদমান গ্রুপগুলো ফের শিক্ষাভবনে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে মসজিদের উত্তর দিকে বিকট শব্দে হঠাৎ দু'টি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। কোন পক্ষ এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি।

র‌্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের একটি সূত্র জানায়, শিক্ষাভবনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও টেন্ডার দখল নিয়ে সন্ত্রাসীরা অবস্থান নিতে পারে— এমন তথ্য পেয়ে একটি টিম সেখানে টহলে যায়। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা র‌্যাব নিশ্চিত করতে পারেনি।

বিবদমান দু'টি গ্রুপের সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ কাজে একটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেয়ার বিনিময়ে প্রায় ৮০ লাখ টাকা 'সমঝোতা মানি' আদায় করেছিল অথও শফিক গ্রুপ। এছাড়া বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ১ কোটি, ঢাকা জোনের মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের ১ কোটি, টাঙ্গাইলে একটি কাজে ৫০ লাখ, খুলনা ও পিরোজপুর কলেজের কাজে ৫০ লাখ টাকা, ৩০৬ মডেল স্কুল প্রকল্পে ফার্নিচার সরবরাহ কাজে ৪০ লাখ টাকা 'সমঝোতা মানি' এসেছিল। ওই সব টাকা মেরে দিয়েছেন টেন্ডার শফিক। এ কারণে তার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত দুই মিজান, বাদল ও কাওসারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এরই মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার কলেজের উন্নয়ন কাজের কয়েকটি টেন্ডার হয়। ওই টেন্ডারের সমঝোতায় একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং 'সমঝোতা মানি' দখল নিয়ে দু'গ্রুপের দ্বন্দ্ব চরম রূপ লাভ করে। এরই পরিণতি হিসেবে বৃহস্পতিবার দু'গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান নেয়।

টেন্ডার শফিক ওরফে শফিকুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার। তিনি টেন্ডারে অংশ নিয়ে কাজ পেয়ে থাকেন। কাউকে টেন্ডার পাইয়ে দেয়া বা 'সমঝোতা' করে অর্থ নেয়ার কাজ করেন না। তিনি কোনো কাজে কাউকে বাধাও দেন না। তার সঙ্গে একসময়ে থাকা অন্যরা করে থাকতে পারে। তবে তিনি ৩০৬ মডেল ফার্নিচার সরবরাহ কাজ ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা তরুণ দে'কে পাইয়ে দিতে ভূমিকা রেখেছেন বলে স্বীকার করে বলেন, এ জন্য তিনি কোনো অর্থ নেননি। তিনি আরও বলেন, কেউ কাউকে এক টাকাও দেন না, সেখানে লাখ লাখ টাকা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এ সময় তিনি তার সঙ্গে একসময়ে থাকা ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, তিনি যুবলীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদক। তার সমস্যা হলে দলই তাকে দেখভাল করবে। ভবনে বোমাবাজির কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে জানান তিনি।

জানতে চাইলে মহড়ায় অংশ নেয়া ও শফিকের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের সদস্য মিজানুর রহমান বলেন, ভবন দখলে নিতে টেন্ডার শফিক রাজধানীর শীর্ষসন্ত্রাসীদের শিষ্যদের নিয়ে অবস্থান নেয়। এমনকি শক্তি জানান দিতে সন্ধ্যায় তারা বোমাবাজি পর্যন্ত করে। এ সময় তিনি বলেন, টেন্ডার শফিকের কারণে সাধারণ ঠিকাদাররা কাজ পায় না। প্রকৌশলীদেরও তিনি বন্দুক ঠেকিয়ে হুমকি দিয়ে থাকেন। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তারা আলাদা হয়ে গেছেন। বৃহস্পতিবার শিক্ষাভবনে অবস্থিত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) সব কক্ষ ঘিরে তারা প্রকৌশলীদের নির্ভয়ে কাজ করতেও বলেছেন বলে জানান।

ইইডির প্রধান প্রকৌশলী আবদুল্লাহিল আযাদ বলেন, তিনি বিকাল ৫টার দিকে অফিস ছাড়েন। এরপর ভবনে কোনো ঘটনা ঘটেছে কি-না তা তিনি জানেন না।